২.১০ গবেষণা প্রস্তাবের কাঠামো

গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠান/পুলিশ কর্মকর্তা/আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সংযোজনী-৪ মোতাবেক গবেষণা প্রস্তাব জমা দিতে হবে।

২.১১ ইউনিটের গবেষণা কমিটি ও তার অধিক্ষেত্র

বাংলাদেশ পুলিশের গবেষণা ব্যয় কোড প্রাপ্ত সকল ইউনিটে একটি সুনির্দিষ্ট ও কাঠামোবদ্ধ গবেষণা কমিটি থাকবে। কমিটির সদস্য সংখ্যা ইউনিট প্রধান কর্তৃক নির্ধারিত হবে। ইউনিট প্রধান অথবা তাঁর মনোনীত কোন কর্মকর্তা গবেষণা কমিটির সভাপতি হবেন। প্রতিটি ইউনিট গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা নীতিমালা অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

২.১২ গবেষণার ফলাফল

গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠান গবেষণা প্রতিবেদনের একটি সংক্ষিপ্ত মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা এবং ৩০০০-৪০০০ শব্দের (হার্ভার্ড স্টাইলে) মধ্যে জার্নালে প্রকাশযোগ্য একটি আর্টিকেলসহ পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট ইউনিটের গবেষণা কমিটি/গ্রহণ কমিটির নিকট হার্ডকপি ও সফট্‌কপি আকারে জমা দিবেন। সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহ প্রতিবেদনের ১০টি করে হার্ডকপি ও সফট্‌কপি (ডিভিডি) এআইজি (প্ল্যানিং এন্ড রিসার্চ), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করবেন।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা কমিটির চাহিদা মোতাবেক গবেষণা প্রতিবেদন বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় প্রেরণ করতে হবে।

২.১৩ গবেষণা প্রতিবেদন/আর্টিকেল প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পুলিশ ইউনিট/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন গ্রহণ

বাংলাদেশ পুলিশের আর্থিক বরাদ্দপ্রাপ্ত গবেষণা প্রতিবেদন পুস্তক আকারে প্রকাশ অথবা আর্টিকেল আকারে জার্নালে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের/ইউনিট প্রধানের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

২.১৪ ফলাফল বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি

ফলাফল বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য "ফলাফল বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি" নামে একটি কমিটি থাকবে যা হবে নিম্নরূপঃ

ফলাফল বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি

(ক)	অতিরিক্ত আইজিপি (এইচআরএম), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডাকোয়ার্টার্স, ঢাকা	সভাপতি
(খ)	ডিআইজি (এডমিন এন্ড ডিসিপ্লিন), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা	সদস্য
(গ)	ডিআইজি (মিডিয়া এন্ড প্ল্যানিং), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডাকোয়ার্টার্স, ঢাকা	সদস্য
(ঘ)	ডিআইজি (অপারেশনস্), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডাকোয়ার্টার্স, ঢাকা	সদস্য
(ঙ)	ডিআইজি (ক্রাইম ম্যানেজমেন্ট), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডাকোয়ার্টার্স, ঢাকা	সদস্য
(চ)	অতিরিক্ত ডিআইজি (ডিএন্ডপিএস-১), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডাকোয়ার্টার্স, ঢাকা	সদস্য
(ছ)	এমডিএস (একাডেমিক এন্ড রিসার্চ), পুলিশ ষ্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ	সদস্য
(জ)	অতিরিক্ত ডিআইজি (ওএন্ডএম), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডাকোয়ার্টার্স, ঢাকা	সদস্য
(ঝ)	অতিরিক্ত ডিআইজি (ফিন্যান্স), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডাকোয়ার্টার্স, ঢাকা	সদস্য
(ঞ)	অতিরিক্ত ডিআইজি (ইন্টেলিজেন্স এন্ড স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডাকোয়ার্টার্স, ঢাকা	সদস্য
(ট)	এআইজি (ইনোভেশন এন্ড বেস্ট প্র্যাকটিস), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডাকোয়ার্টার্স, ঢাকা	সদস্য
(ঠ)	এআইজি (ট্রেনিং-২), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডাকোয়ার্টার্স, ঢাকা	সদস্য
(ড)	এআইজি (প্ল্যানিং এন্ড রিসার্চ), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডাকোয়ার্টার্স, ঢাকা	সদস্য সচিব
(ঢ)	গবেষণা কোড সম্বলিত ইউনিটসমূহের প্রতিনিধি	সদস্য
(ণ)	কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে কো-অপ্টকৃত সদস্য (পুলিশ সুপার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন)	সদস্য

২.১৪.১ ফলাফল বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির কার্যপরিধি

(ক) গবেষণা কর্ম হতে প্রাপ্ত ফলাফলের উপযোগিতা স্থানিক, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থানবিশেষে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/পুলিশ ইউনিট/ সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করবেন।

(খ) গবেষণার ফলাফল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ইউনিটকে দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন।

(গ) ফলাফল/সুপারিশ বাস্তবায়ন কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ করবেন।

২.১৪.২ গবেষণা প্রস্তাব/শিরোনাম নির্বাচন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি

গবেষণা প্রস্তাব নির্বাচন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিম্নরূপ হবে-

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	সময়সীমা
০১	এআইজি (পিএন্ডআর) কর্তৃক পুলিশ ইউনিট এর মাধ্যমে পুলিশ সদস্য, গবেষক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা ফেলোদের নিকট থেকে নির্দিষ্ট ফর্মে গবেষণা প্রস্তাব/শিরোনাম আহ্বান	১৫ মার্চ কিংবা তার পূর্বে
০২	প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাব/শিরোনামসমূহ যাচাই-বাছাই করার জন্য এআইজি (পিএন্ডআর) কর্তৃক বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা কমিটির নিকট উপস্থাপন	এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ
০৩	'বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা কমিটি' কর্তৃক প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাব/শিরোনামসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক ইন্সপেক্টর জেনারেল এঁর অনুমোদনের জন্য পেশ করা	১৫ এপ্রিল -৩০ এপ্রিল
০৪	বাছাইকৃত গবেষণার শিরোনাম/প্রস্তাবসমূহ ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্তৃক অনুমোদন এবং এআইজি (পিএন্ডআর) কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পুলিশ ইউনিটসহ গবেষক/পুলিশ সদস্য/ গবেষণা ফেলো/গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানান	১ মে- ১৫মে
০৫	অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাব/শিরোনামসমূহ প্রাপ্তির পর ইউনিটসমূহ কর্তৃক পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ (সংযোজনী-১ দ্রষ্টব্য)	১৬ মে - ১৫ জুন
০৬	ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্তৃক অনুমোদিত গবেষণা শিরোনাম/ প্রস্তাবসমূহের অনুকুলে গবেষণা কার্যক্রম আরম্ভ করার জন্য নিজ নিজ ইউনিটের গবেষণা কমিটির সদস্য সচিব কর্তৃক গবেষণা প্রতিষ্ঠান/গবেষকের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদান ও চুক্তি স্বাক্ষরকরত এআইজি (পিএন্ডআর) কে চুক্তির কপি প্রেরণপূর্বক অবহিতকরণ	১৬ জুন- ০৫ জুলাই
০৭	গবেষণার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠান/ পুলিশ সদস্য/ফেলোগণের গবেষণার প্রারম্ভিক প্রতিবেদন, প্রশ্নমালা এবং কর্ম পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট ইউনিটের গবেষণা কমিটির নিকট উপস্থাপন	কার্যাদেশ পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে
০৮	গবেষণা প্রতিষ্ঠান/গবেষক/পুলিশ কর্মকর্তাগণ (ফেলোগণ ব্যতীত) কর্তৃক গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন	পরবর্তী অর্থ বছর ৩০ এপ্রিল এর মধ্যে
০৯	ইউনিটের গবেষণা কমিটি কর্তৃক খসড়া প্রতিবেদন মূল্যায়ন ও মতামত/নির্দেশনা প্রদান	পরবর্তী অর্থ বছরের মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে
১০	গবেষণা প্রতিষ্ঠান/গবেষক/পুলিশ কর্মকর্তাগণ কর্তৃক মন্তব্য/ নির্দেশনা প্রতিপালনসহ গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট ইউনিটে জমাদান এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিটের গ্রহণ কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন গ্রহণ/বর্জন	পরবর্তী অর্থ বছরের ৩০ মে এর মধ্যে

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	সময়সীমা
১১	গবেষণা পরিচালনাকারী ইউনিটের তত্ত্বাবধানে গবেষক কর্তৃক ডেসিমিনেশন সেমিনার আয়োজন	পরবর্তী বছরের জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ কিংবা তার পূর্বে
১২	চুক্তির শর্তানুসারে ইউনিট কর্তৃক গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে সর্বশেষ বিল পরিশোধ (সংযোজনী-২)	পরবর্তী বছরের ৩০ জুন এর মধ্যে
১৩	ইউনিট প্রধান কর্তৃক গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন এআইজি (প্ল্যানিং এন্ড রিসার্চ) বরাবর প্রেরণ এবং এআইজি (প্ল্যানিং এন্ড রিসার্চ) কর্তৃক গবেষণা কমিটির নিকট উপস্থাপন	পরবর্তী বছরের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে
১৪	চূড়ান্ত প্রতিবেদনসমূহ বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রকাশের অনুমোদনের জন্য ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ এর নিকট উপস্থাপন	পরবর্তী বছরের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে

২.১৫ গবেষণা প্রস্তাব বাস্তবায়নের মেয়াদ

ফেলোশিপ ব্যতীত প্রতিটি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মেয়াদ একটি অর্থ বছরের মধ্যে সীমিত থাকবে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে ধারাবাহিক গবেষণার স্বার্থে একই শিরোনামের গবেষণা একাধিক অর্থ বৎসরে সম্পাদন করা যাবে। আর্থিক বরাদ্দ আর্থিক বৎসর অনুযায়ী প্রদান করা হবে। একাধিক অর্থ বৎসরে সম্পাদিত গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিট শর্তাবলী নির্ধারণ করবে।

২.১৬ সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট (এসএমই)

বাংলাদেশ পুলিশের গবেষণাকর্মে গবেষককে সহায়তামূলক নির্দেশনা প্রদানের জন্য প্রত্যেক গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রে এএসপি বা তদূর্ধ্ব পদের একজন পুলিশ কর্মকর্তাকে সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট (Subject Matter Expert) হিসেবে নিযুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে-

২.১৬.১ সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট (এসএমই) এর দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে নিম্নরূপ

(ক) গবেষক/গবেষক দলের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে সর্বোৎকৃষ্ট মানের গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

(খ) গবেষণার কাজে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করা।

(গ) গবেষণা কর্মে চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত কাজসমূহ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার জন্য তাগিদ প্রদান করা।

(ঘ) গবেষণা কর্মের জন্য বাংলাদেশ পুলিশ বা অন্য কোন সংস্থার সাথে যোগাযোগ বা তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে উক্ত সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধসহ বিধি মোতাবেক সহযোগিতা/Facilitate করা।

(ঙ) গবেষণার জন্য প্রশ্নপত্র প্রণয়নের প্রয়োজন হলে তা গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা নিরীক্ষা করা।

(চ) গবেষণার প্রয়োজনে সেমিনার/এফজিডি/কি-পয়েন্ট ইন্টারভিউ ইত্যাদির ক্ষেত্রে গবেষকদের উদ্বুদ্ধ, সহায়তা এবং গাইড করা।

(ছ) গবেষণার উচ্চমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।

(জ) কোনো বিষয়ে গবেষণা সঠিকভাবে বা সময়মত অগ্রসর হচ্ছে না বলে মনে হলে, তা ইউনিটের সংশ্লিষ্ট একজন প্রধান/এআইজি (প্ল্যানিং এন্ড রিসার্চ)-কে অবহিত করা।

২.১৬.২ সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট (এসএমই) এর ক্ষেত্রে গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ

(ক) গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্টের যথাযথ মূল্যায়ন এবং স্বীকৃতি প্রদান করা।

(খ) গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গবেষণাকর্ম আর্টিকেল আকারে প্রকাশের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্টকে কো-অথর হিসেবে রাখা।

(গ) এসএমই কে অনুচ্ছেদ ২.১৬.১ এ বর্ণিত কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা।

২.১৭ ফিল্ড লিয়াজোঁ অফিসার

গবেষণা এলাকা অত্যন্ত বিস্তৃত হলে গবেষক বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে মাঠ পর্যায়ে সহযোগিতার জন্য সহকারী পুলিশ সুপারের নিম্নে নহে এমন একজন পুলিশ অফিসারকে ফিল্ড লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। একই গবেষণা কর্মের জন্য একাধিক ফিল্ড লিয়াজোঁ অফিসার থাকতে পারেন।

২.১৭.১ ফিল্ড লিয়াজোঁ অফিসার এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

(ক) গবেষক/গবেষক দলের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে সর্বোৎকৃষ্ট মানের গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

(খ) প্রয়োজননে ফিল্ড লিয়াজোঁ অফিসার, সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট এর সাথে আলোচনাপূর্বক গবেষক/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষণা সংশ্লিষ্ট কাজে সহায়তা প্রদান করবেন।

২.১৮ গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব

সকল গবেষণাকর্ম এবং গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের নিকট সংরক্ষিত থাকবে। তবে গবেষণা পরিচালনাকারী ইউনিট/গবেষণা প্রতিষ্ঠান/গবেষক তাঁর দ্বারা সম্পাদিত গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করতে চাইলে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের অনুমোদনসাপেক্ষে তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে পারবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

৩.০ পুলিশ ইউনিট/কর্মকর্তা কর্তৃক গবেষণা পরিচালনা এবং সম্পাদনা

৩.১ গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ পুলিশের যোগ্যতাসম্পন্ন আগ্রহী সদস্যদের গবেষণাকর্মে সম্পৃক্তকরণ ও তাঁদের পেশাগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পুলিশ সদস্য কর্তৃক গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব বৃদ্ধিকরণ।

৩.২ গবেষণার ক্ষেত্র

(ক) বাংলাদেশ পুলিশের কোন ইউনিট কর্তৃক প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট ও যুগোপযোগী যে কোন বিষয়ে গবেষণা করা যাবে। উল্লেখ থাকে যে, বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা নীতিমালা ২০১৮ এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২.২ এ উল্লিখিত বিষয়সমূহ প্রাধান্য পাবে।

(খ) বাংলাদেশ পুলিশের কোন সদস্য কর্তৃক গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর পেশা সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে উক্ত কর্মকর্তা, গবেষণা সার্ভে বা গবেষণাধর্মী উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পুলিশ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্টতা উল্লেখপূর্বক গবেষণা করতে পারবে।

(গ) কর্মকর্তাদের গবেষণামনস্ক করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, কর্মশালা, সেমিনার ও প্রকাশনা কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

৩.৩ গবেষণার শর্তসমূহ

(ক) বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা নীতিমালা ২০১৮ এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ২.৩ এ উল্লিখিত কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

(খ) বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা নীতিমালা ২০১৮ এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ২.৫ এ উল্লিখিত শ্রেণিবিন্যাস প্রযোজ্য হবে।

(গ) বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা নীতিমালা ২০১৮ এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ২.৭ এ উল্লিখিত গবেষণা প্রস্তাব মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসৃত হবে।

(ঘ) বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা নীতিমালা ২০১৮ এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ২.৮ এ উল্লিখিত মানদণ্ড অনুসৃত হবে।

(ঙ) বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা নীতিমালা ২০১৮ এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ২.১০ (সংযোজনী-৪ মোতাবেক) এ বিবৃত গবেষণা প্রস্তাবের কাঠামো অনুসারে গবেষণা প্রস্তাব জমা দিতে হবে।

(চ) বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা নীতিমালা ২০১৮ এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ২.১৪ এ উল্লিখিত গবেষণার ফলাফল বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত হতে হবে।

(ছ) বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা নীতিমালা ২০১৮ এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ২.১৪.২ অনুযায়ী গবেষণা প্রস্তাব নির্বাচন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতির সময়সীমা অনুসৃত হবে।

(জ) অন্যান্য নিয়ম কানুনের ক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হলে বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমাধান করা হবে।

৩.৪ বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা তহবিল

বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা নীতিমালা ২০১৮ এর পঞ্চম অধ্যায়ের ৫.২এ উল্লেখিত উৎসসমূহের যে কোন একটি হতে গবেষণা/সার্ভে বা গবেষণা বিষয়ক উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাবের জন্য অর্থ বরাদ্দের আবেদন করা যাবে।

৩.৫ গবেষণার দায়বদ্ধতা

বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা নীতিমালা ২০১৮ এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ২.১৪.২ অনুযায়ী প্রতিপালনযোগ্য।

৩.৬ গবেষণার ফলাফল ব্যবহার

বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা নীতিমালা ২০১৮ এর দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ২.১৪ এর কমিটি কর্তৃক নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিপালনযোগ্য।

৩.৭ পুলিশ অফিসারগণ তাদের গবেষণার কার্যে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করতে পারবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

৪.০ গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রে ফেলোশিপ প্রদান

পুলিশ বাহিনীর পেশাগত মান উন্নয়নে সহায়ক হবে এবং পুলিশিং সংশ্লিষ্ট কিংবা বাংলাদেশ পুলিশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে, এমনক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনাকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ফেলোশিপ প্রদান করা যাবে।

ফেলোশিপ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হবে

(ক) এমফিল/পিএইচডি পর্যায়ে অধ্যয়নরত ব্যক্তি/পুলিশ কর্মকর্তা/গবেষক/শিক্ষক যাঁদের গবেষণা বিষয়বস্তু বাংলাদেশ পুলিশ এর মিশন, ভিশন, পরিকল্পনা, নীতি ও কর্মকৌশলের সাথে সংশ্লিষ্ট, উক্ত ব্যক্তি/পুলিশ কর্মকর্তা/ গবেষক/শিক্ষক পুলিশ ফেলোশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

(খ) প্রতিবছর গবেষণা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক ফেলোশিপ প্রদান করা হবে।

(গ) উক্ত ফেলোশিপের আবেদন এআইজি (প্ল্যানিং এন্ড রিসার্চ), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

(ঘ) এআইজি (প্ল্যানিং এন্ড রিসার্চ) উক্ত আবেদনসমূহ বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা কমিটি এর নিকট উপস্থাপন করবেন।

(ঙ) বাংলাদেশ পুলিশ গবেষণা কমিটি যাচাই বাছাই শেষে ফেলোশিপের জন্য নির্বাচিতদের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করবেন।

(চ) প্রাথমিকভাবে নির্বাচিতদের তালিকা এআইজি (প্ল্যানিং এন্ড রিসার্চ) এর মাধ্যমে ইন্সপেক্টর জেনারেল এর নিকট বিবেচনার জন্য সুপারিশ করবেন।

(ছ) চূড়ান্তভাবে ফেলোশিপের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীগণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধান এবং সুপারভাইজারগণের অনুমতি সহকারে এই মর্মে প্রত্যয়ন দিবেন যে, ফেলোশিপের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হবে তিনি তার যথাযথ ব্যবহার করবেন এবং গবেষণা কর্মের অগ্রগতি প্রতিবেদন মাসিক/ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর ও প্রত্যয়ন সহকারে এআইজি (প্ল্যানিং এন্ড রিসার্চ) বরাবরে দাখিল করবেন। ফেলোশিপ গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি গবেষণা কর্মটি শেষ করতে ব্যর্থ হন অথবা উল্লিখিত শর্তসমূহ পালনে ব্যর্থ হন, তবে ফেলোশিপের জন্য প্রদেয় সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবেন এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

(জ) ফেলোশিপের পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ ও ফেলোশিপের অধীনে গবেষণা কার্যক্রম এর ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য পর্যালোচনা ও সংরক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন এআইজি (প্ল্যানিং এন্ড রিসার্চ)।

(ঝ) প্রার্থী ফেলোশিপের জন্য নির্বাচিত হলে গবেষণাকর্মের প্রস্তাবের নকশা/পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে প্রাথমিকভাবে আংশিক আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে।

(ঞ) ফেলোশিপের প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ গবেষণা কর্মের আকার ও ব্যাপ্তিভেদে বিভিন্ন হতে পারে।